সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

পর্দা উঠল বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ এর

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী একযোগে প্রথমবারের মতো বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো চারদিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭। ২৮ ডিসেম্বর বিকেল ৫.৩০ মি. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চলচ্চিত্র বিষয়ে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব, কর্মশালা, পাঠচক্র, প্রয়াত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের স্মরণ, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণসহ নানমুখি উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম আয়োজন 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭'।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি। তিনি বলেন "চ্যানেল গুলোর উচিত শিশুদের জন্য পরিকল্পনা করে অনুষ্ঠান তৈরি করা। অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ, শিশুরা যেন আনন্দহীনভাবে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে ডুবে না থাকে। তাদেরকে চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ করে দিতে হবে।"

বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার, চলচ্চিত্র সংগঠক মুনিরা মোরশেদ মুন্নি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী বলেন "প্রত্যেক শিশু অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আমরা বড়রা তাদেরকে সাধারণ করে ফেলি।" স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনম ভূঁইয়া।

> "প্রত্যেক শিশু অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আমরা বড়রা তাদেরকে সাধারণ করে ফেলি।"

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির অ্যাক্রোবেটিক দল ক্যাপ ডান্স ও রিং ডান্স পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিশু শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর শুরু হয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবক ও সাধারণ দর্শনার্থী চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

চলচ্চিত্র কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭-কে কেন্দ্র করে শিশু নির্মাতা তৈরীর লক্ষে 'চলচ্চিত্র অনুধাবন' বিষয়ে দুই দিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভে ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা হায়দার রিজভী, মো. আবিদ মল্লিক ও আবির শ্রেষ্ঠ। কর্মশালায় ৩০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের দ্বিতীয়দিন বিকাল ৪টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রসঙ্গ: বাংলাদেশের শিশু চলচ্চিত্র' বিষয়ক সেমিনার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আমিনুল ইসলাম। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক ড. সাজেদুল আউয়াল। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনম ভূঁইয়া।

সেমিনারের পাশাপাশি চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

এর দ্বিতীয় দিনে জাতীয় চিত্রশালায় মিলনায়তনে শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া ২য় দিনের এ উৎসবে ১৩টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিশুদের পাশাপাশি অভিভাবক ও সাধারণ দর্শনার্থী এ উৎসবে চলচ্চিত্র উপভোগ করেন।

আমরা বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদেরকে শতভাগ শিক্ষিত করতে চাই

- জনাব মো: শাহরিয়ার আলম এমপি,
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আমি অভিনন্দন জানাই শিল্পকলা একাডেমিকে শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ আয়োজনের জন্য। আমি শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করি যারা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিশেষ করে শিশু চলচ্চিত্রকে ধরে রেখেছেন। শত বাঁধাবিপত্তি সত্ত্বেও অর্থ লগ্নী করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যাচ্ছেন। তারা জানেন যে এই অর্থ ফেরত আসবেনা তারপরও তৈরী করছেন বিবেকের তাড়না থেকে। জাতির প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে। আমাদের কোটি কোটি শিশু কিশোরের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যারা এই কাজ করছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। চলচ্চিত্র শিল্পকে ধরে রাখতে হবে। আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। আমরা বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদেরকে শতভাগ শিক্ষিত করতে চাই। আজকে যারা শিশু তারাইতো এই কাজ করবেন। অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে সবকিছুরই উন্নতি হওয়ার কথা। কিন্তু যেই দেশে একটি সুস্থ সবল চলচ্চিত্র শিল্প নেই সেই দেশ কখনোই ঐ কাতারে যেতে পারার কথা না। এ কারনে চলচ্চিত্র শিল্পকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। শুধুমাত্র অন্যদেশ চলচ্চিত্র তৈরী করবে সেই চলচ্চিত্র দিয়ে আমার চব্বিশ ঘন্টার দুই ঘন্টা পার হতে পারে অথবা মাসের তিনটি দিন পার হতে পারে কিন্তু একটি প্রজন্ম পার হতে দেওয়া উচিত নয়। এখন যারা প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র নির্মাতা, ওনারা হয়ত শিশুকাল থেকেই যতটুকু শিখেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেছেন, সমাজ এবং পরিবার তাদের পেছনে যে বিনিয়োগ করেছিলো সেটাই কিন্তু পুঁজি, সেই পুঁজির লভ্যাংশ পাচ্ছি আমরা। কিন্তু আজকে যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তারা যদি আপনাদের মত ভবিষ্যতে হাল না ধরে, তাহলে সামনের ভবিষ্যত কতটুকু কঠিন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে পারে এটা বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যদিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এজন্য একটি সরব চলচ্চিত্রাঙ্গন খুবই প্রয়োজন।

> শিশু দর্শক জুইয়ের পিতা কার্তিক বলছিলেন "সিনেমা হলে বাচ্চাদের ছবি খুব একটা বেশি থাকেনা। পত্রিকায় এই উৎসব সম্পর্কে জেনেছি। এরকম উৎসবে বাচ্চাদের নিয়মিত নিয়ে আসা উচিৎ কিন্তু শহরের জীবনযাত্রায় রাস্তার ট্রাফিক সামলিয়ে আসা অনেক কষ্টকর। তাই অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসা হয় না।"

চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে

- জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমপি,
মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাচ্চাদের মনের স্বাধীনতা তাদের দেয়া উচিত। ওরা যা চায় তাই তাদের করতে দেয়া উচিত। তাদের মনের উপর জোর খাটানো ঠিক নয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাদেরকে উৎসাহিত করা যায়। ছবি এমন হওয়া উচিত যা বড় ও ছোটদের মাঝে বন্ধুত্বপুর্ণ ও চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে শিশু চলচ্চিত্র অপ্রতুল যা দিয়ে আমাদের শিশুদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। প্রতি বছর চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যে অনুদান দেওয়া হয়, সেখানে অন্তত পক্ষে একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেওয়া উচিত বলে মনে করি। আমাদের দেশে যারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন তারা যেন শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করেন। আমাদের সৃজনশীল মানুষদের শিশুদের প্রতি যে দায়িত্ব আছে তা পালন করাতে হবে বলে মনে করছি। অতীতের মতো বর্তমান যুগকেও সোনালী এবং ভবিষ্যতকে আরো স্বর্নময় করার আশা প্রকাশ করছি। চলচ্চিত্র নির্মাতা অভিভাবক ও শিক্ষকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ করছি শিশুরা লেখা পড়ার পাশাপাশি যেন বিনোদনের সুযোগ পায়। শিশুদেরকে ফুলের মতো করে প্রস্ফুটিত করার জন্য শুধু মাত্র বইয়ের পৃষ্ঠা নয় জীবনের সুন্দর সুন্দর মূহুর্তগুলো তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত ৬৪ জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী একযোগে চারদিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ শুরু হয় ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭। এ উপলক্ষে ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ দুপুর ১২.৩০মি. সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজনের বিস্তারিত তুলে ধরেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী, তিনি বলেন "দেশীয় চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সুষ্ঠ ও নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি পালন করে আসছে। শিল্প সংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল মানবিক-মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষত শিশুদের সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে চলচ্চিত্রের ভূমিকা অপরিসীম। চলচ্চিত্রের সেই গুরুত্ব অনুধাবন করেই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭।" পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক বদরুল আনম ভূঁইয়া, চলচিত্র নির্মাতা ও গবেষক ড. সাজেদুল আউয়াল, মুভিয়ানার কর্ণধার বেলায়েত হোসেন মামুন, শিশু চলচিত্র বিষয়ক কর্মশালার প্রশিক্ষক ও নির্মাতা আবির শ্রেষ্ঠ।

সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন

- শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার

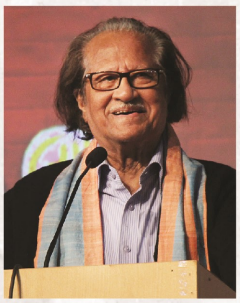

আমার ছোট বেলার সবচেয়ে ভালো লাগার ছবি চার্লি চ্যাপলিন। এটি যদিও হাসির কিন্তু এর সমস্ত কথাগুলো বড়দের। টারজান ছবিটিও আমার ভালো লাগতো। ছোটদের যে কোনটা ভালো লাগে সেটা বোঝা যায় না। আমি এক সময় এফডিসির মহাপরিচালক ছিলাম। তখন যে শিশুতোষ ছবি বানানো হত, সেটা শিশু ছাড়া আর কারো ভালো লাগতো না। বাচ্চাদের চলচ্চিত্র বাংলাদেশে তেমন একটা হয়না। আমি অনেক বড় বড় চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছি। আন্তর্জাতিক আয়োজনেও থেকেছি বিচারক হিসেবে। অনেকে মনে করেন শিশুদের বোঝার মতো খুব সহজ গল্প দিলেই বাচ্চাদের ছবি হয় এই কথাটা মোটেও সঠিক নয়। এদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। কারণ আমাদের বাচ্চারা অসাধারণ চিন্তা করতে পারে। আমাদের শিশুরা অত্যন্ত মেধাবী এবং তাদের নান্দনিকবোধ আছে। আমরা চাই আমাদের যারা চলচ্চিত্র নির্মাতা হচ্ছেন তার ছোটদের জন্য নান্দনিকবোধের ছবি উপহার দিবেন। অবশেষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা বাংলাদেশের শিশুদের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

এই উৎসবের একটা আকর্ষনীয় দিক হচ্ছে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা

- মুনিরা মোর্শেদ মুন্নি

চলচ্চিত্র সংগঠক

আমরা ২০০৮ সাল থেকে চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছি। কিন্তু আমরা ঢাকা বিভাগের শহরগুলোতেই অনেক কষ্টে এই আয়োজন করে থাকি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রথম থেকেই ৬৪ জেলায় একই সাথে উৎসব করছে সুতরাং অনেক শিশু কিশোররা চলচ্চিত্রগুলো দেখার সুযোগ পাবে। এই উৎসবের চলচ্চিত্র বাছাই কমিটিতে আমি ছিলাম। দুঃখজনক হলো খুব একটা ভালো ছবি আমরা পাইনি। গত দশ বছরের কর্মকান্ড ও পরিশ্রমের ফলে আমরা একটা স্থানে পৌঁছেছি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত এই উৎসবের একটা আকর্ষনীয় দিক হচ্ছে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করা। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ নির্মাতারা আর্থিক সহযোগিতা না পেলে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা এতটা সহজ হবে না। ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণ অনেক কম হয়। চলচ্চিত্র নির্মাতারা মনে করেন যে ছোটদের জন্য ছবি বানালে তারা নিচু শ্রেনীর নির্মাতায় পরিণত হবেন। দর্শকদের কথা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকদের অবস্থা এতটাই খারাপ যে বাবা মা তাদের সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে চলচ্চিত্র দেখতে আসেন না বরং সবাই তাদের বন্ধুদের নিয়ে আসেন। তাহলে শিশুরা আসবে কিভাবে? শিশুরাতো অভিভাবকের উপর নির্ভরশীল। আমরা সেই অভিভাবক চাই, যারা বাচ্চাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিবেন। বাচ্চারা যখন একসঙ্গে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ফিরে আসবে তখন সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যমের সাথে তাদের পরিচয় ঘটবে। সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত শিশুরা জঙ্গিবাদ থেকে শুরু করে যে কোন অপসংস্কৃতির সাথে যুক্ত হবে না। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি একটি মহৎ কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বদরুল আনম ভূঁইয়া

পরিচালক, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ,
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭'। এই আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকাসহ ৬৪ জেলায় একযোগে শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। ৪ দিনব্যাপি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো মূলত শিশু চলচ্চিত্র এবং শিশু নির্মাতাদের তৈরী চলচ্চিত্র। উৎসবে অনেকগুলো চলচ্চিত্রের মধ্য থেকে ৪০টি ছবি নির্বাচিত হয়েছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে সেরা নবীন নির্মাতাদের এবং সেরা চলচ্চিত্রগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে। আমাদের এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারী সকল নির্মাতা, দর্শক, বিচারক এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মীসহ অন্যান্য কলাকুশলীদের বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষ থেকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সকল কর্মকর্তা কর্মচারী যারা এ আয়োজনে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এটা খুব ভালো উদ্যোগ আমাদের সন্তানদেরকে চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া

- সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজকের এই সময়টা খুবই বিশেষ কারণ বছর শেষে আমাদের শিশুদের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এই আয়োজনটি করেছে। অন্যান্য সকল আয়োজন ঢাকা কেন্দ্রিক হয়ে থাকে কিন্তু এই আয়োজনটি হচ্ছে ৬৪ জেলা ভিত্তিক। আমাদের আজকের শিশুদের জন্য আমরা সবসময় বলি বিনোদনের সুষ্ঠু কোন ব্যবস্থা করতে পারি না। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির এটা খুব ভালো উদ্যোগ আমাদের সন্তানদেরকে চলচ্চিত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই উৎসবটি আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। জুরি কমিটিতে আমি ছিলাম। বেশ কিছু শিশুতোষ চলচ্চিত্র এবং শিশু নির্মাতাদের চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। এই চলচ্চিত্রগুলো দেখতে গিয়ে যেটা মনে হয়েছে চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে সংবেদনশীল ও সৃষ্টিশীল জায়গা হচ্ছে শিশুদের নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ। কারণ শিশুদের দেখার যে কল্পনার জগৎ, তাদের বোঝাপড়ার জগৎ এটা আমাদের বড়দের সাথে মিলবে না। শিশুদের দেখার জগৎকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে চলচ্চিত্রগুলো তৈরী হয় তা এখনো অনেক কম। এতবছর পরেও আমরা হাতেগোনা অল্পকিছু চলচ্চিত্র পেয়েছি যেগুলো আমরা শিশুতোষ চলচ্চিত্র বলে সঙ্গায়িত করতে পারি। শিশুদের বিকাশের জন্য আসলে অনেক কার্যক্রম পরিচালনার সময় হয়েছে। এই উৎসবের বেশ কিছু চলচ্চিত্র আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়েছে বর্তমানে আমাদের আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে শিশুরা ভাবছে যা তাদেরকে ভিন্নতর চিন্তার দিকে নিয়ে যাবে। যে শিশুরা বিভিন্ন প্রযুক্তির ডিভাইসের দিকে ঝুঁকছে তাদেরকে চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত করা ও নির্মাণে উৎসাহিত করার দিকে নিয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি গত কয়েক বছরে চলচ্চিত্র মাধ্যমটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এবং এটির উন্নয়নে কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন দেখছি। সারাদেশব্যাপি এই আয়োজনে যে চলচ্চিত্রগুলো প্রদর্শিত হবে সেগুলো যদি শিশুরা দেখে তাহলে তাদের দেখার চোখটা তৈরী হবে। তাদের মধ্যে অনেককেই আমরা পরবর্তীতে নির্মাতা হিসেবে বা ভালো দর্শক বা চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবে পাব। আমি মহাপরিচালকের মাধ্যমে একটা অনুরোধ রাখতে চাই যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা যেন, অপেক্ষাকৃত নতুন নির্মাতাদের অনুদান দেওয়া হয় এবং নির্মাণের আগে নির্মাতাদের নিয়ে যদি কর্মশালা করানো যায় তাহলে আরো মান সম্মত চলচ্চিত্র পাব বলে আমার বিশ্বাস।

৯ম শ্রেনীতে পড়ার সময় আমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রথমবার চলচ্চিত্র নির্মাণ করি

- ফারহা জাবীন ঐশী

শিশু নির্মাতা ও চলচ্চিত্র বাছাই কমিটির সদস্য

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ এর মাধ্যমে শিশু চলচ্চিত্রের একটি নতুন মাত্রা যোগ হল। আমি ৯ম শ্রেনীতে পড়ার সময় আমার স্কুলের বন্ধুদের সাথে নিয়ে প্রথমবার চলচ্চিত্র নির্মাণ করি। এই অভিজ্ঞতা খুব আনন্দের ছিলো। তারই ধারাবাহিকতায় পরপর আরো দুটো চলচ্চিত্র নির্মাণ করি যা দেশ এবং দেশের বাহিরে স্বীকৃতি পায়। আমি যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করি, যখন শিশু নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পাই তখন আমার এক ছোট বোন এসে বলল "আপু তোমার চলচ্চিত্র দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমিও তোমার মতো কিছু একটা নির্মাণ করতে চাই।" পরের বছরই সে কিছু একটা নির্মাণ করে এবং পুরস্কার পায়। তখন

-বাকি অংশ শেষের পাতায়

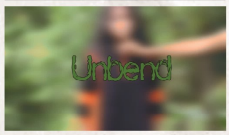

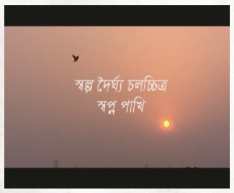

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭
এ প্রদর্শিত চলচ্চিত্রসমূহের পোষ্টার ও ছবি

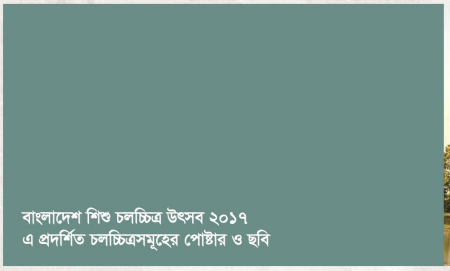

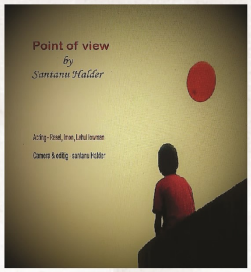

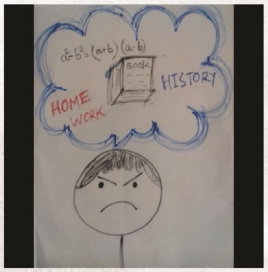

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

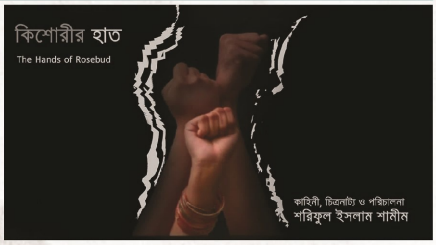

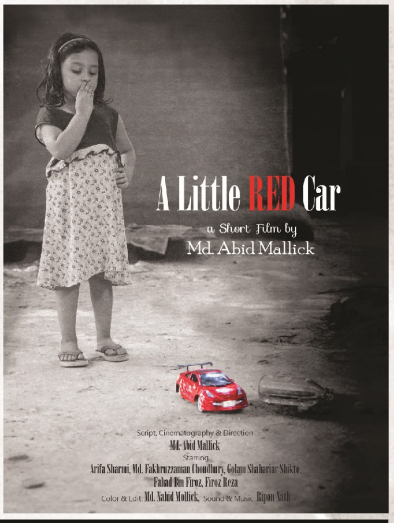

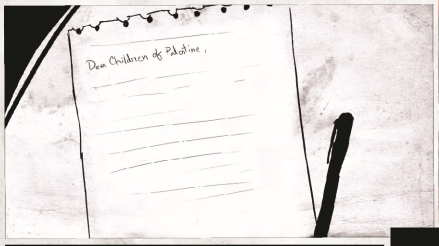

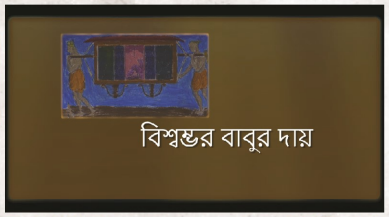

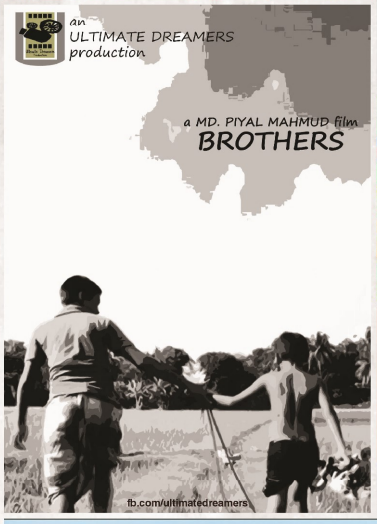

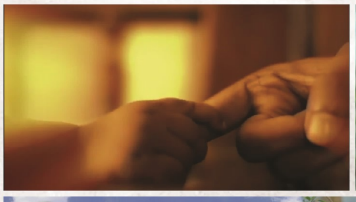

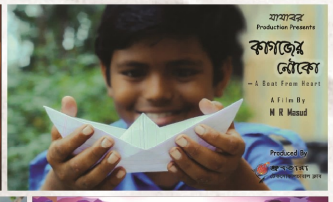

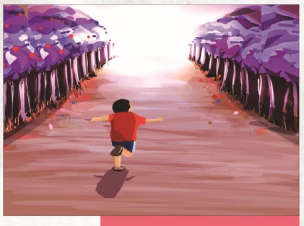

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

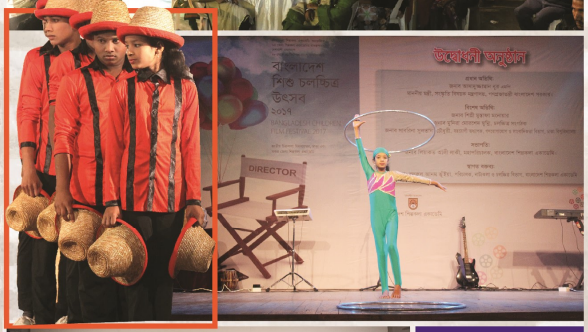

সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

চারদিনব্যাপী বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা

প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ আয়োজন

- চাকলাদার মোস্তফা আল মাস্‌উদ
সহকারী পরিচালক (সিনেমাটোগ্রাফী), নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ,
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে দেশব্যাপী একযোগে ৬৪টি জেলায় ২৮-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৪(চার)দিনব্যাপী ‘বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭’ আয়োজন করা হয়। ‘বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭’ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রথম আয়োজন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলচ্চিত্র আহ্বান করলে সারাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সাড়া পড়ে, যেখান থেকে ৭সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন কমিটি ৪০টি চলচ্চিত্র এই উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত করেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ২০১৫ সাল থেকে দেশব্যাপী একযোগে দু’বার ‘বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব, বাংলাদেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য ও প্রামাণ্য চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৬’ এবং ‘বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭’ আয়োজনে করে। এছাড়াও ঢাকায় নিয়মিতভাবে বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত শিরোনামে প্রয়াত বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের স্মরণে সেমিনার ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, পাঠচক্র, সেমিনার, শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স, ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স, ডিজিটাল চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা, চলচ্চিত্র অনুধাবন কর্মসূচিসহ নানা আয়োজন করে থাকে। যার হাত ধরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চলচ্চিত্র বিভাগটি ২০১১ সাল থেকে নতুনভাবে প্রাণের সঞ্চারন তৈরী হয়েছে, তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক জনাব লিয়াকত আলী লাকী। যার নবনব ভাবনা ও পরিকল্পনায় চলচ্চিত্র বিভাগ নানামূখি কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। ‘বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭’ এ শিশুতোষ ও শিশু নির্মাতা দু’টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। শিশুতোষ চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশেষ জুরি পুরষ্কার এবং শিশু নির্মাতাদের ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। ‘শিশুতোষ বিভাগে’ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য ১লক্ষ টাকা ও ‘শিশু নির্মাতা’ বিভাগে ৫০ হাজার টাকা। এবং ‘শিশুতোষ বিভাগে’ শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতার জন্য ৫০হাজার টাকা এবং বিশেষ জুরি পুরষ্কারের জন্য থাকছে ২৫হাজার টাকা প্রদান করা হয়। শিশুতোষ ক্যাটাগরিতে ‘শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র’ রহমান লেনিন এর ‘মন ফড়িং’ চলচ্চিত্রটি, আয়না চলচ্চিত্রের নির্মাতা মো: তাওকীর ইসলাম ‘শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা’র পুরস্কার এবং তারেক আজিজ নিশক এর চলচ্চিত্র ‘সমান্তরাল যাত্রা’ বিশেষ জুরি পুরস্কার এর গৌরব অর্জন করে। এবং শিশু নির্মাতা ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র এর পুরস্কার এর গৌরব অর্জন করে নির্মাতা জামসেদুর রহমান সজীব এর ‘বাড়ি ফেরা’ চলচ্চিত্রটি। উৎসব উপলক্ষে দু’দিনব্যাপী ‘চলচ্চিত্র অনুধাবন’ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা ও গবেষক জনাব হায়দার রিজভী, চলচ্চিত্র নির্মাতা আবিদ মল্লিক ও আবির শ্রেষ্ট। এছাড়াও ‘প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশের শিশু চলচ্চিত্র’ শীর্ষক বিষয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এই উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সিলেকশন ও জুরি কমিটির সম্মানীত সদস্যবৃন্দ, চলচ্চিত্র নির্মাতাবৃন্দসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সৃজনশীল বাংলাদেশ
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

ছবি বানাতে গেলে প্রচুর ছবি দেখতে হয়

- মোরশেদুল ইসলাম
বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

উৎসবটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির খুবই ভালো একটি উদ্যোগ। বিশেষ করে সবগুলো জেলা শহরে একই সাথে উৎসবটি হচ্ছে যা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পক্ষেই সম্ভব। উৎসবটি বড় একটা প্রভাব ফেলবে এবং এই উৎসবটি নিয়মিত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এবার কিছু ছবি জমা পড়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব নাম কিন্তু আগামী চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে একটা সেকশন রাখা যেতে পারে 'ইন্টারন্যাশনাল প্যানারোমা' নামে। যেখানে বাহিরের কিছু ছবি দেখানো যেতে পারে। তাহলে আমাদের ছবি কোন পর্যায়ে আছে তা যাচাই করতে পারবো। উৎসবকে ঘিরে সেমিনার ওয়ার্কশপ এবং বাহিরে থেকে অতিথি আনা যেতে পারে।

নতুন নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে বলব, তারা ছবি বানাক যা খুশি বানাক, কোন অসুবিধা নেই। বানাতে বানাতেই শিখবে। তবে ভালো ছবি সবসময় দেখতে হবে। ছবি বানাতে গেলে প্রচুর ছবি দেখতে হয়। পৃথিবী কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এখন, চলচ্চিত্রের ভাষাতো প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে সেসব ব্যাপারে নতুন নির্মাতাদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে।

প্রযুক্তি আসলে বড় ব্যাপার না। এখনকার ছেলে মেয়েরা প্রযুক্তির সাথে অনেক বেশি পরিচিত এবং তা কাজে লাগাতে পারে। সুতরাং ওদের ছবিতে প্রযুক্তি একটা বড় ভূমিকা রাখবে সেটা ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রযুক্তির চেয়ে বড় ব্যাপার হলো কনসেপ্ট। আমি কিভাবে সেটা প্রকাশ করব। ছবি যেটা সে বানাতে চায় তা যদি সে মনের মধ্যে গেথে নেয় তাহলে প্রযুক্তি কোন সমস্যা না।

দেশব্যাপি এই উৎসবের আমেজ আরও ছড়িয়ে পড়ুক

- ড. গীতি আরা নাসরীন
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অন্য যে কোনো গণমাধ্যমের চেয়ে চলচ্চিত্র দর্শককে অনেক বেশি সম্পৃক্ত করতে পারে, কেননা এটি একটি বহুমুখী মাধ্যম। ডিজিটাল প্রযুক্তি ও সেলফোন চলচ্চিত্র ধারণ ও সংরক্ষণ সহজ করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক এই যে, বাংলাদেশে শিশুদের জন্য এই অত্যন্ত সৃজনশীল মাধ্যমটির যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না। শিশুদের জন্য যেমন অনেক চলচ্চিত্র তৈরী হতে হবে, শিশুদের চলচ্চিত্র নির্মাণের সুযোগ ও অনুদান দিতে হবে। আবার শিশুরা যাতে এসব চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যখন দেশব্যাপি সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে, তখন সুনির্মিত চলচ্চিত্রের একটি সুবাতাস প্রবাহ ধৈর্য এবং পরিশ্রম সাধ্য কাজ। এসময়ে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজনটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সারাদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও অনুধাবনের জন্য প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে এবং নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখার পরিসর তৈরি করে, দেশব্যাপি এই উৎসবের আমেজ আরও ছড়িয়ে পড়ুক।

দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মৃত্তিকা বিনতে রাশেদ বলেন "আমাদের শেখানো হয়েছে আমার যেই সিনেমা ভালো লাগে সেটাই দেখতে হবে। শিক্ষকরা তাদের অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এখানে শুধু শিক্ষাকরা বলেছে এরকম না, আমাদের চিন্তগুলোও জানানোর সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে নন্দন তত্ত্বের ক্লাস আমার বেশি ভালো লেগেছে। চলচ্চিত্র একটি শিল্প যা বোঝার জন্য দুই দিন যথেষ্ট নয়। আরো কয়েকটি ক্লাস হয়ে ভালো হত।"

একজন দর্শক দ্বাদশ শ্রেনীর শিক্ষার্থী মিনহাজ শোভন বলেন "এই উৎসবে একসাথে অনেকগুলো চলচ্চিত্র দেখার সময় হয়েছে। প্রায় সবগুলো চলচ্চিত্রে কম সময়ে সুন্দর একটি বার্তা দেওয়া হয়েছে। আশা করি আরো ভালো ভালো চলচ্চিত্র তৈরী হবে এবং এরকম উৎসবগুলো আমাদের নির্মল বিনোদনের সুস্থ সুন্দর পরিবেশ তৈরী করে দিবে।"

আমি এখনো স্বপ্ন দেখি

-রহমান লেলিন
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা (মন ফড়িং),
বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখে শিশুরা। আমি এখনো স্বপ্ন দেখি। চলচ্চিত্রের একজন নগন্য ছাত্র হিসেবে অনেক কিছু শেখার আছে, জানার আছে। আশা করি, এখানে যে সব শিশু চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন এবং ভবিষ্যতে তৈরি হবেন, তারা এক সময় আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে দেশের বাইরে তুলে ধরবেন এবং বিশ্ব জয় করবেন।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর একটা স্বপ্নের ফসল

- সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

আমার মনে হচ্ছে একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চলছি। অনেক বছর পর আজকে মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি।

আমি সেই শৈশবে বাবার হাত ধরে ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকেই সুত্রপাত হয়েছিলো। পুনে থেকে ফেরার পর আমি দুটি ছবি করেছিলাম। শিশুদের ছবির ব্যাপারে কেমন যেন একটা অনিহা আর শিশুদের দিয়ে ছবি করানো অনেক দূরের ব্যপার ছিলো। শিশুদের চোখ ও আমাদের চোখ অনেক তফাৎ। আমরা ঘুরে ফিরে এক জায়গাতেই আসতে চাই কিন্তু শিশুর চোখতো অনেক কিছু আবিষ্কার করে। আমার মনে হয় যারা কোর্স পরিচালনা করছেন এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলব, শিশুদের উপর মাস্টারি কম করলে ওরা অনেক কিছু দিতে পারবে। বর্তমানে শিশুদের নিয়ে চ্যানেল চালু হয়েছে যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুর একটা স্বপ্নের ফসল ছিলো। আজকে আমাদের শৈশবের স্বপ্নকে শিল্পকলা একাডেমি পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে। এখান থেকে অবশ্যই সোনার ফসল আমাদের ঘরে আসবেই।

৯ম শ্রেনীতে পড়ার সময় ...

-৩ পাতার পর

নিজেকে একটু হলেও সার্থক মনে হয়েছে। যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের স্বপ্নগুলো আমাদের ইচ্ছা আকাঙ্খা যেটা নিয়ে কখনো কেউ চিন্তা করত না। এখন নিজে নির্মাণ করছি, ফ্রেমে স্বপ্নটা সাজাচ্ছি, সবাই দেখছে, প্রশংসা করছে। এখানেই হয়ত প্রাপ্তিটা। তারই ধারাবাহিকতায় এখানে নির্বাচন কমিটিতে কাজ করেছি। কমিটির যে বড় নির্মাতা ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা ছিলেন, ওনাদের মতো মানুষের সাথে কাজ করতে পেরে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করছি। চলচ্চিত্র নির্বাচনের সময় যে যাচাই বাছাই ও আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা পরবর্তিতে কাজ করার সময় আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাবে। একসাথে ৬৪ জেলায় উৎসবটি আয়োজনের মাধ্যমে আমি আশা করব ছোট ছোট শিশুরা তাদের বাবা মায়ের হাত ধরে বন্ধুবান্ধবদের সাথে চলচ্চিত্র দেখতে আসবে। তারা এখান থেকে চমৎকার একটা সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরবে। হয়ত আমাদের মতই একদিন তারা চলচ্চিত্র বানিয়ে আবার সবাইকে তাদের স্বপ্নের জগৎটা দেখাবে এটাই কামনা থাকবে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭

BANGLADESH CHILDREN FILM FESTIVAL 2017

শিল্প হচ্ছে সৃজনশীল কাজের অন্যতম উপাদান

- লিয়াকত আলী লাকী

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির পূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী ১৩ বছরের কম বয়সি শিশুরা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবেশ করতে পারতো না। আমি বললাম এক বছর বয়স থেকে শুরু করে শিশুরা এখানে প্রবেশ করবে। ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে সাত কোটিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি হবে এটা কি করে হয়? আমি চেষ্টা করলাম পুরোনো দলগুলোকে সক্রিয় করার, সেটাতে খুব একটা সফল হতে পারিনি। তখন আমি নিজেই শিশুদের নিয়ে কাজ করা শুরু করলাম।

শিল্প কি করে চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করে। তাকে নান্দনিক করে গড়ে তোলে স্বপ্ন দেখোয়। শিল্প হচ্ছে সৃজনশীল কাজের অন্যতম উপাদান। সেটি যদি সৃষ্টি না হয়, তাহলে কি করে আমরা সৃজনশীল জাতি গড়ে তুলবো? আমাদের উচিত শিশু, কিশোর, প্রবীণ, প্রতিবন্ধি সবার জন্য একটা পরিবেশ তৈরী করা যা দেখে মনে হবে সৃজনশীল মানবিক দৃষ্টি কোন থেকে আমরা একটা জায়গায় পৌঁছেছি। তা না হলে একটা উন্নতদেশ দাবি করা কঠিন হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে শিল্প একটা প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে বলে আমি মনে করি।

আমি অভিভাবকদের কে বলি, আপনার শিশু জন্মের পর কি কি করেছে তা লিখে রাখলে একটা প্রকাশনা হয়ে যেত। কিন্তু আমরা শিশুদের কথা শুনিনা। আমরা বলি সবার আগে শিশু। আমি যদি কোন কিছু শিখে থাকি তার অধিকাংশ শিখি শিশুদের সঙ্গে থেকে। আজকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রথম বারেরমত এই কাজটি করতে পেরে আমরা গর্বিত। এই আয়োজনে সহযোগিতার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি অভিভাবকদের কে বলি, আপনার শিশু জন্মের পর কি কি করেছে তা লিখে রাখলে একটা প্রকাশনা হয়ে যেত। কিন্তু আমরা শিশুদের কথা শুনিনা

সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে এবং ৬৪টি জেলা শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় দেশব্যাপী একযোগে ৬৪টি জেলায় ২৮-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ চারদিনব্যাপী 'বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর জাতীয় চিত্রশালায় মিলনায়তনে উৎসবের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিল্পী মনিরুজ্জামানের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় অর্কেস্ট্রা 'ফ্লাইং বার্ড'। এরপর অতিথিদেরকে উত্তরীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন শিল্পকলা একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মো: শাহরিয়ার আলম এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও বাংলাদেশ শিশু চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ এর জুরি কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে শুরু হয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রথম বারের মত আয়োজিত এই উৎসবে দু'টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শিশুতোষ চলচ্চিত্র ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বিশেষ জুরি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এবং শিশু নির্মাতাদের ক্যাটাগরিতে এবার শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় 'শিশুতোষ বিভাগে' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য ১লক্ষ টাকা, শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাকে ৫০হাজার টাকা এবং বিশেষ জুরি পুরস্কারের বিজয়ীকে দেওয়া হয় ২৫ হাজার টাকা। 'শিশু নির্মাতা' বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার দেওয়া হয় ৫০ হাজার টাকা।

শিশুতোষ চলচ্চিত্র বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র(বিশেষ জুরি) পুরস্কার বিজয়ী তারেক আজিজ নিশক নির্মিত 'সমান্তরাল যাত্রা'। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী রহমান লেলিন নির্মিত মন ফড়িং। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতা হয়েছেন মো: তাওকির ইসলাম (আয়না)। শিশু নির্মাতা বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র জামসেদুর রহমান সজীব নির্মিত 'বাড়ি ফেরা '

শুধুমাত্র ২০১৫-২০১৬ সালে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলিই প্রতিযোগিতার জন্য মনোনিত করা হয়েছে। উৎসব সূচিতে 'নন কম্পিটিশন' ক্যাটাগরিতে যেমন তারেক মাসুদ, মোরশেদুল ইসলামের মত বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবি দেখানো হয়েছে, একইভাবে ২০১৭ সালে নির্মিত অনেক নবীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবিও প্রদর্শনী করা হয়েছে যা প্রতিযোগিতার মধ্যে অর্ন্তভূক্ত ছিলো না।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত